মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

হাদিসের আলোকে

দাজ্জাল

ফিতনা ও পর্যালোচনা

হাদিসের আলোকে

দাজ্জাল

ফিতনা ও পর্যালোচনা

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার
উলুমুল হাদিস, মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া, ঢাকা
মুশরিফ, ইফতা বিভাগ, জামেয়া মাহমুদিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

কালান্তর প্রকাশনী

চতুর্থ সংস্করণ : একুশে বইমেলা ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৬০, US $ 12. UK £ 8

প্রচ্ছদ : আলাউদ্দিন

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-0-6

Dajjal
by **Mufti Rezaul Karim Abrar**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
fb.com/kalantorprokashonisyl
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.। আমাদের পরিবারের সবার চোখ-কান খুলেছে তাঁর নাম শুনে। আব্বাজান রাহ.-এর সঙ্গে বসলেই শোনতাম তাঁর প্রিয় শায়খ বানুরির কথা। তখন থেকেই হৃদয়ের গভীরে যত্ন করে রেখেছিলাম বানুরির প্রতি ভালোবাসা। সময়ের পরিবর্তনে সে ভালোবাসা বেড়েছে। ইউসুফ বানুরিকে আমি দেখেছি *মাআরিফুস সুনানে*র পাতায় পাতায়। তাঁর লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ.-এর ইলমের ঝলক। আমি তাঁকে মুগ্ধ হয়ে অবলোকন করেছি *নাফহাতুল আমবারে*র ছত্রে ছত্রে। যখনই আল্লামা ইউসুফ বানুরির নাম নিই, অজানা আনন্দে হৃদয়টা ভরে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন।

আবরার বিন কুতবুদ্দিন
১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশকের কথা

হাদিসের আলোকে দাজ্জাল : ফিতনা ও পর্যালোচনা গ্রন্থটি প্রকাশের শুভক্ষণে শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের তাওফিক দিয়েছেন। আপনাদের দুআ ও ভালোবাসায় 'কালান্তর প্রকাশনী' শুরু থেকেই সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আমাদের রাসুল ﷺ শেষনবি। তাঁর উম্মতের মাধ্যমেই পৃথিবী সমাপ্তির প্রান্তরে নোঙর করবে। তাঁর উম্মতের ওপর দিয়েই বয়ে যাবে কিয়ামতের আগে ভয়াবহ ফিতনার তুফান। উম্মত যাতে সে ফিতনার সময় নিজের ইমান রক্ষা করে কবরে যেতে পারে, সে জন্য রাসুল ﷺ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে আদম আ. থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সবেচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা হলো দাজ্জাল। নবিগণ দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

রাসুলের উম্মত যেহেতু নিশ্চিতভাবে দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখীন হবে, এ জন্য অন্যান্য নবির চেয়ে তাঁর উম্মতকে তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সতর্ক করেছেন, যাতে উম্মত দাজ্জালের ফিতনায় পড়ে নিজের মূল্যবান ইমান না হারায়।

ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে আকিদা পোষণ করতে হলে আগে দেখতে হবে, সে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে কী বলা হয়েছে। অনুরূপ দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের আকিদা রাখতে হবে কুরআন ও হাদিসের আলোকে। কিন্তু দেখা যায়, অনেকেই গবেষণার নামে দাজ্জাল সম্পর্কে এমনকিছু বলেন বা লিখে বসেন, যেগুলো স্পষ্টভাবে হাদিসের বিকৃতি। আলোচ্য গ্রন্থে এ ধরনের কিছু ভ্রান্তিরও অপনোদন করা হয়েছে।

দাজ্জাল বিষয়ে রাসুলের অসংখ্য হাদিস হাদিসের গ্রন্থসমূহের পাতায় পাতায় বিদ্যমান। সেগুলো একত্রিত করলে দাজ্জাল সম্পর্কে আমরা স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাই।

তরুণ আলিম মুফতি রেজাউল কারীম আবরার আমার ছোট ভাই। ছোটবেলা থেকে তার প্রতি আমার আলাদা নজর ছিল। লেখালেখির জগতে সে এগিয়ে যাক— এটি আমার সব সময়ের চাওয়া। হাদিসের আলোকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশের

আগ্রহ প্রকাশ করলে সে লিখতে রাজি হয়। আলহামদুলিল্লাহ, এটির মাধ্যমে আমার সে স্বপ্ন পূরণ হলো। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

আপনাদের হাতে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। লেখক বইটি আদ্যোপান্ত আরেকবার পড়েছেন। বইয়ে ভাষা ও বানান-সংক্রান্ত কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। যেসব হাদিসে হরকত লাগানো ছিল না, সেগুলোতে হরকত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরও যেকোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে। এ সংস্করণের কাজটি করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন ও আলী আহমদ। আল্লাহ তাদের উত্তর প্রতিদান দিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

প্রারম্ভিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জালপূর্ব পৃথিবী ও দাজ্জালের ফিতনা # ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ	: পৃথিবী ধ্বংস হবে	১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: মুহাম্মাদ ﷺ শেষনবি	১৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: উম্মতের ইজমা	২৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: রাসুলের আগমন কিয়ামতের একটি নিদর্শন	৩১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: কিয়ামতের নিদর্শনাবলি	৩২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে নবিদের সতর্কবাণী	৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাজ্জালের পরিচিতি ও তখনকার পৃথিবীর অবস্থা # ৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ	: আবু উমামা বাহিলির দীর্ঘ হাদিস	৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা	৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালের ডান চোখ হবে কানা	৫৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: দাজ্জাল নিজেকে নবি দাবি করবে	৫৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম	৬১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালের ধোঁকা	৬৬
	: এক. দাজ্জালের কর্মক্ষেত্র	৭১
	: দুই. দাজ্জালের সময় আরবের লোকসংখ্যা	৭৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ	: ইসা আ.-এর অবতরণ	৭৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালের সঙ্গী ৭০ হাজার ইয়াহুদি	৮৯
নবম পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালকে যেখানে হত্যা করা হবে	৯০
	: ইয়াহুদিদের গণহারে হত্যা করা হবে	৯১
দশম পরিচ্ছেদ	: দাজ্জালের মেয়াদ	৯৩
একাদশতম পরিচ্ছেদ	: পৃথিবী শান্তি-সুখে ভরে উঠবে	৯৬
দ্বাদশতম পরিচ্ছেদ	: দাজ্জাল নিয়ে একনজরে সহিহ হাদিস	১০০

তৃতীয় অধ্যায়

দাজ্জাল বনাম ইয়াহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা একটি পর্যালোচনা # ১১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ	: ইয়াহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা কি দাজ্জাল	১১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: বায়েজীদ খান পন্নীর কাছে প্রশ্ন	১২০
	: এক. ইবনুস সাইয়াদের ঘটনা : কয়েকটি প্রশ্ন	১২৬
	: দুই. হাদিস জালিয়াতি ও বানোয়াট ব্যাখ্যা	১২৮
	: তিন. হাদিস নিয়ে হাস্যকর বক্তব্য	১৪১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: শেষকথা	১৪৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রারম্ভিকা

প্রশংসা শুধু তাঁরই, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষ হিসেবে। রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হোক সে মহামানবের ওপর, মৃত্যুর সময়ও যিনি আমাদের ভুলে যাননি। বিচারের কঠিন মুহূর্তেও যিনি আমাদের ভুলবেন না।

পৃথিবী আগে ছিল না। মানুষ, পশুপাখি কিছুই ছিল না। এরপর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীতে বিচরণের জন্য সৃষ্টি করলেন মানুষ। আদম আ.-এর মাধ্যমে সে ধারার সূচনা। মানুষকে তিনি এমনিতেই পাঠাননি। একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে পাঠিয়েছেন। সে উদ্দেশ্য যেন মানুষ ভুলে না যায়, সে জন্য যুগে যুগে অনেক নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে মানুষ চিরদিন থাকবে না; পৃথিবীও না। কিয়ামত-দিবসে সবাইকে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাজের হিসাব দিতে হবে।

আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ হলেন শেষনবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। রাসুলের আগমনের অর্থ হলো, কিয়ামত আর বেশি দূরে নয়। এ জন্য রাসুল ﷺ একাধিক হাদিসে বলেছেন, 'আমি আর কিয়ামত দুই আঙুলের মতো নিকটবর্তী।'

রাসুল ﷺ যেহেতু শেষনবি, সে জন্য তাঁর উম্মতই হলো শেষ উম্মত। কিয়ামত পর্যন্ত তারাই পৃথিবীতে সত্যের ধারক ও বাহক হয়ে থাকবে। এই উম্মত যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ে, সে জন্য রাসুল ﷺ হাদিসে কিয়ামতের ছোটবড় বিভিন্ন নিদর্শনের কথা বলেছেন। কিয়ামতের আগে ফিতনা পুরো পৃথিবী গ্রাস করে নেবে। তখন ইমানদারগণ নিজের ইমানকে যাতে হিফাজত করতে পারে, এ জন্য রাসুল ﷺ সেসব ফিতনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কিয়ামতের একটি বড় নিদর্শন হলো দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ। দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা। সকল নবিই তাঁদের উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আমাদের রাসুল ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন। নিশ্চিতভাবে তাঁর উম্মতই দাজ্জালের ফিতনার মুখোমুখি হবে। কারণ, তিনিই শেষনবি। রাসুল ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে এত বেশি আলোচনা করেছেন যে, যেকোনো ইমানদার সহজেই তাকে চিনতে পারবে। তার চেহারা, চোখ, চুল কেমন হবে, কোথা থেকে বেরোবে, পৃথিবীতে কত দদিন অবস্থান করবে, সে কী কী ফিতনা ছড়াবে, কে তাকে কোথায় হত্যা করবেন—সবকিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে হাদিসে। এ ছাড়া আল্লাহর ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে তামিম দারি রা.-এর সাক্ষাৎ হয়ে যায় দাজ্জালের সঙ্গে। সমুদ্রে পথ ভুলে এক মাস ঘুরতে ঘুরতে তিনি এমন দ্বীপে পৌঁছান, যেখানে আল্লাহ দাজ্জালকে বন্দি করে রেখেছেন। মোটকথা, দাজ্জাল সম্পর্কে কোনো সংশয়ের সুযোগ রাসুল ﷺ রাখেননি।

বাংলাদেশে হঠাৎ একজন ইমামের জন্ম! অবশ্য মানুষ তাকে ইমাম বলেনি। নিজেকে তিনি 'এমামুযযামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। নতুন করে আবিষ্কার করেন অনেক কিছু। তার আবিষ্কারের অন্যতম হলো, তিনি বলেছেন, দাজ্জাল সম্পর্কে এতদিন মানুষ যে ধারণা করে আসছে, তা ভুল! আল্লাহ তাকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন, যার দ্বারা তিনি আবিষ্কার করেছেন, দাজ্জাল বলতে আসলে পৃথিবীতে কেউ আসবে না; বরং বর্তমানের ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতাই প্রকৃত দাজ্জাল! সে বিষয়ে তিনি *দাজ্জাল : ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। দীর্ঘদিন সে গ্রন্থ মানুষের কাছে ফ্রি বিতরণ করান। আবুল কালাম আজাদ ভাই মূলত তার গ্রন্থ পড়ে বিরক্ত হয়ে দাজ্জাল সম্পর্কে সঠিক আকিদা মানুষের সামনে তুলে ধরতে আমাকে দিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করান।

গ্রন্থের শুরুতে দাজ্জাল সম্পর্কিত আবু উমামা বাহিলি রা.-এর দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সে হাদিসের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন শিরোনামে সাজিয়ে সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণে দুটি গ্রন্থ সামনে রেখে সেগুলোর অনুসরণ করেছি। একটি আবু আহমাদ আবদুল ফাত্তাহ লিখিত *আহাদিসু ওয়ারাদাত ফি কিসসাতিদ দাজ্জাল;* অপরটি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. লিখিত *কিসসাতুল মাসিহিদ দাজ্জাল*। গ্রন্থের শেষে বায়েজীদ খান পন্নীর গ্রন্থের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলাদা পর্যালোচনার দরকার ছিল না। কারণ, দাজ্জালের হাদিসগুলো পড়লে পন্নীর গবেষণা এমনিতেই যে-কারও কাছে হাস্যকর লাগবে। তারপরও সরলমনা কেউ বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন ভেবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

গ্রন্থটি লেখার পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা দিয়েছেন বড় ভাই আবুল কালাম আজাদ। তাঁর অনুপ্রেরণায় অল্পদিনে কাজটি সমাপ্তির তীরে নোঙর করেছে। এরপর তিনি

ঘষামাজা করে কালান্তর প্রকাশনী থেকে আলোর মুখ দেখানোর গুরুদায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এ ছাড়া অনেকে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে আল্লাহ তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও রুসুখ ফিল ইলম দান করুন। আমিন।

রেজাউল কারীম আবরার
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জালপূর্ব পৃথিবী ও দাজ্জালের ফিতনা

- পৃথিবী ধ্বংস হবে
- মুহাম্মাদ ﷺ শেষনবি
- উম্মতের ইজমা
- রাসুলের আগমন কিয়ামতের একটি নিদর্শন
- কিয়ামতের নিদর্শনাবলি
- দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে নবিদের সতর্কবাণী